Sanatan Dharma

জন্মাষ্টমী ব্রত

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূজা ছাড়া জন্মাষ্টমী অসম্পূর্ণ হবে !

যার আগমনে এই ধরণী (পৃথিবী) আনন্দে পরিপূর্ণ হয়, যার স্মরণ মাত্র হৃদয় প্রফুল্লিত হয়, যার নাম কীর্তনে হৃদয়ে প্রেমে ভাব জাগে, যার শ্রী বিগ্রহ দর্শনে আমার চোখ-মন-হৃদয় তৃপ্তি পায়, যার করুনা-কৃপার কথা মনে পড়া মাত্র চোখ আপনাআপনি অশ্রুসিক্ত হয়, যার লীলাকথা শোনা মাত্র হৃদয় ব্যাকুল হয়, যার বংশীধ্বনি শোনা মাত্র মন-অহংকার আপনা-আপনি নত হয়ে যায় ও বাহ্য জগতের কথা আর মনে রাখা সম্ভব হয় না - আপনা-আপনি তার চরণে সব সমর্পন হয়ে যায়----- আমার সেই প্রাণ -গোবিন্দের চরণে আমার শতকোটি -সহস্রকোটি প্রণাম।

জন্মাষ্টমী ব্রত ভগবান শ্রী কৃষ্ণের নাম -জপ-পূজা -বন্দনা-কীর্তন-স্মরণ-নিজের সাধ্যমতো ভোগ নিবেদন প্রত্যেকের করা উচিত।

এই দিনটিতে বিশেষ ভাবে আহারশুদ্ধি রাখা উচিত।
প্রত্যেক ব্যক্তিকে এই বিশেষ দিনটি ভগবান শ্রী কৃষ্ণের চরণে সমর্পন করা উচিত।ইহা পরম মানবিক ও ধার্মিক কর্ত্যব্য।
কিভাবে পবিত্র জন্মাষ্টমী ব্রত পালন করবেন??
১। জন্মাষ্টমীর আগের দিন নিরিমিষ অন্ন খেয়ে সংযম পালন করতে হবে এবং রাত ১২টার মধ্যে খেয়ে নিতে হবে। ঘুমনোর আগে অবশ্যই ভাল করে মুখ ধুয়ে ঘুমতে হবে।
২। জন্মাষ্টমীর দিন সকাল থেকে মধ্য রাত্রি পর্যন্ত উপবাস এবং জাগরণ। উপবাস থেকে হরিনাম জপ, কৃষ্ণ লীলা শ্রবণ, ভগবানকে দর্শন, ভক্ত সঙ্গে হরিনাম কীর্তন, অভিষেক দর্শন করতে হবে এবং ভগবানকে অভিষেক করে একাদশীর দিনের মতো অনুকল্প প্রসাদ সেবন করতে হবে।
৩। তবে যাঁদের উপবাস পালনে সমস্যা, অসুস্থ, তাঁরা অবশ্যই দুপুর ১২ টার পরে একটু দুধ, বা ফল খেতে পারবেন। তবে এই ব্রতে একাদশীর মতোই অন্ন-সহ পঞ্চ রকি শস্য খাবার বিধান নেই।
৪। জন্মাষ্টমীর পরের দিন সকালে স্নান করা শেষে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পারণ মন্ত্র পাঠ করে শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ দিয়ে পারণ করবেন।
পারণ মন্ত্র
পারণ আরম্ভের মন্ত্র:
"সর্বায় সর্বেশ্বরায় সর্বপতয়ে সর্বসম্ভবায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।"
পারণান্তে মন্ত্র:
"ভূতায় ভূতেশ্বরায় ভূতপতয়ে ভূতসম্ভবায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।"
কৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণ হলেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান। তাঁকে সর্বোচ্চ ঈশ্বর (পরম সত্ত্বা) উপাধিতে ভূষিত করা হয়. এবং পবিত্র ধর্মগ্রন্থ শ্রীমদভগবদ্গীতা- এর প্রবর্তক। তিনি, বৃন্দাবনের অধীশ্বরী শ্রীরাধিকার প্রাণনাথ।

Published on: Sep, 27 2022 16:16

প্রতবিছর ভাদ্রমাসরে কৃষ্ণপক্ষরে অষ্টমী (জন্মাষ্টমী) তথিতিে তার জন্মোৎসব পালন করা হয়।
ঋগ্বদেে একাধকিবার (১। ১০১, ১১৬-৭, ১৩০ ইত্যাদ)ি এবং ছান্দোগ্যোপনষিৎ (৩।১৭।৬-৭) এবং কৌষতিকীব্রাহ্মণে (৩০।৬) কৃষ্ণরে উল্লখে রয়ছে।
মহাভারত ও হরবিংশ এবং ভাগবতই কৃষ্ণকে জানার সবচযে়ে প্রাচীন ও নর্িভরযোগ্য মাধ্যম।
জনৈ ধর্মরে ২২তম তীর্থঙ্কর আরশিটা নমেনিাথ শ্রীকৃষ্ণরে সম্পর্কে ভাই ছলিনে ।
শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধরে এই শ্লোক থকেে জানা গলে, শ্রীকৃষ্ণ যদেনি অন্তর্ধান করনে সইে দনিই কলযিুগ আরম্ভ হয় ।
পঞ্জকিা মতে এই বছর 2022 ।
কলরি গতাব্দ 5115 ।
অতএব 5115 – 2022 = 3093 খ্রষ্টিপূর্বাব্দে শ্রীকৃষ্ণরে তরিোভাব ।
ফলে 3093+125 = 3218 খ্রষ্টিপূর্ব অব্দে শ্রীকৃষ্ণরে আবর্িভাব ।
বর্তমানে 2022 এ শ্রীকৃষ্ণাব্দ 3218 + 2022 = 5240 বছর ।
সুতরাং শ্রীকৃষ্ণরে আবর্িভাব দ্বাপররে শষেে পাপাক্রান্ত পৃথবিীর ভার কমানোর জন্য আজ (2022) থকেে 5240 বছর আগে 18 ই আগষ্ট ভাদ্ররে কৃষ্ণা অষ্টমী তথিতিে বষ্ণিুর অষ্টম অবতার হসিাবে কংসরে কারাগারে আবর্িভাব হয় ।পাপমোচন ও ধর্ম সংস্থাপন ও সাধুপরত্রিাণরে জন্য ভাদ্রমাসরে কৃষ্ণপক্ষরে অষ্টমী তথিতিে শ্রীকৃষ্ণরে শ্রীকৃষ্ণরে আবর্িভাব হয় কংসরে কারাগারে |
পাপমোচন ও ধর্ম সংস্থাপন ও সাধুপরত্রিাণরে জন্য ভাদ্রমাসরে কৃষ্ণপক্ষরে অষ্টমী তথিতিে শ্রীকৃষ্ণরে শ্রীকৃষ্ণরে আবর্িভাব হয় কংসরে কারাগারে |
অত্যাচারী রাজা, ভয়ঙ্কর দস্যুও বভীষকিাময় পশুর দমনরে জন্য এবং সাধুর পরত্রিানরে কারণে এই সময়ে তনিি আবর্িভাব হয়ছেলিনে |
125 বছররে জীবনে তনিি কংস, শশিুপাল, কালযবন, জরাসন্ধ, পুতনা, শকটাসুর, তৃণাবর্ত, নলকুবরে,মণগ্রিীব, জরাসন্ধ, পুতনা, শকটাসুর, তৃণাবর্ত, নলকুবরে,মণগ্রিীব, বত্সাসুর, বকাসুর, অঘাসুর, কালয়িা, প্রণমাসুর,শঙ্খাসুর, অরস্টাসুর,ব্যোমাসুর,নরকাসুরকে বধ করনে | শান্তি প্রতষ্ঠিার জন্য কুরুক্ষত্েররে ধর্মযুদ্ধে অর্জুনকে দখেয়িছেনে তনিইি বশ্বিরে স্রষ্টা ও হন্তা | বুঝয়িছেনে ধর্মরে জয় যুগে যুগে |
শ্রীকৃষ্ণরে ধনুকরে নাম ছলি সরঙ্গ,
তাঁর খড্গরে নাম ছলি নন্দক,
তাঁর গদার নাম ছলি কৌমুদকী
তাঁর শঙ্খরে নাম ছলি পাঞ্চজন্য।
ভগবান শ্রীকৃষ্ণরে জন্মাষ্টমী পূজার উপকারতিা:----------
1. কৃষ্ণরে পূজা & হোম আপনার বাচ্চাদরে নরিাপত্তার জন্য এবং সন্তান জন্ম দওেয়ার জন্য ভগবান বষ্ণিুর আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য চমৎকার।
2. এটি গর্ভাবস্থায়. গর্ভপাত প্রতরিোধে সাহায্য করে এবং একজন সুস্থ শশিুর নরিাপদ প্রসবরে সাথে ব্যক্তকিে আশীর্বাদ করে।
3. এটি শশিুকে সুস্বাস্থ্য ও বুদ্ধমিত্তার আশীর্বাদও করে।
4. শশিুদরে যে কোনো খারাপ নজর থকেে রক্ষা করে।
5. গর্ভাবস্থার সময়. মহলিাদরে সুরক্ষা দয়ে।
6. সন্তানরে জন্য আকুল দম্পতদিরে জন্য অত্যন্ত উপকারী।
7. গর্ভাবস্থার সময়. যকেোনো ধরনরে গর্ভপাত এবং জটলিতা প্রতরিোধ করে।

Published on: Sep, 27 2022 16:16

8. এটি একজনকে ভগবান কৃষ্ণের কাছ থেকে আশীর্বাদ পেতে সাহায্য করে।
9. এটি একটি সুখী দাম্পত্য জীবন কাটাতে সাহায্য করে এবং সমস্ত ধরণের পার্থিব সম্পদ দিয়ে আশীর্বাদ করে।
10. এটি দম্পতিকে সমস্ত সমস্যা থেকে মুক্ত হতে এবং একে অপরের সাথে সম্পর্ক উন্নত করতে সাহায্য করবে।
11. এটি শিশুর বুদ্ধিমত্তা ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতেও সাহায্য করে।
12. যে কোন ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তা প্রকৃত শিক্ষা জ্ঞান বৃদ্ধি হতে সাহায্য করে।
এই কৃষ্ণ জন্মাষ্টমীতে নিজের হাতে করুন নিয়ে বাল গোপালের পূজা!

Published on: Sep, 27 2022 16:16